ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা-২০১৭ উদ্বোধন অনুষ্ঠান

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

শেখ হাসিনা

রবিবার, ০১ জানুয়ারি ২০১৭, বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র, ঢাকা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

অনুষ্ঠানের সভাপতি,
সহকর্মীবৃন্দ,
ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ ও রপ্তানিকারকবৃন্দ,
মেলায় অংশগ্রহণকারী দেশী-বিদেশী প্রতিনিধিবৃন্দ,
এবং সুধিমন্ডলী।

আসসালামু আলাইকুম।

মাসব্যাপী ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা-২০১৭-এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আজ ২০১৭ খ্রিস্টাব্দের প্রথমদিন। দেশবাসীকে খ্রিস্টীয় নববর্ষের শুভেচ্ছা। আজকে যাঁরা জাতীয় রপ্তানি ট্রফি পেলেন, তাঁদের আন্তরিক মোবারকবাদ জানাচ্ছি।

গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। স্মরণ করছি জাতীয় চারনেতাসহ মুক্তিযুদ্ধের ৩০-লাখ শহীদ এবং ২-লাখ নির্যাতিতা মা-বোনকে। মুক্তিযোদ্ধাদের সালাম।

সুধী,

সুপ্রাচীন কাল থেকে ব্যবসা-বাণিজ্য যে কোন দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করছে। মানুষ বাণিজ্যের জন্য এক দেশ থেকে আরেক দেশে, এক মহাদেশ থেকে অন্য মহাদেশে পাড়ি জমিয়েছে।

প্রাচীনকাল থেকেই আমাদের এ অঞ্চল ছিল সমৃদ্ধ জনপদ। আমাদের মসলিনের খ্যাতি ছিল পৃথিবীর বিখ্যাত রাজদরবারগুলোতে। আমাদের তৈরি জাহাজের সুনাম ছিল সুদূর ইউরোপে।

আমাদের অর্থনীতির অন্যতম চালিকাশক্তি বেসরকারি খাত। শিল্পের প্রসার, রপ্তানি খাত সম্প্রসারণ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে বেসরকারি খাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। সরকার ফ্যাসিলেটেটর বা সহায়তাকারীর ভূমিকা পালন করছে।

স্বাধীনতার পর অনেকগুলো বছর আমরা ধুঁকে ধুঁকে পার করেছি। অভাব, দারিদ্র্য, বন্যা, খরা, হাড্ডি-চর্মসার মানুষ-এসবই ছিল বাংলাদেশের পরিচিতি। ৭৫-এর পর যারা ক্ষমতায় বসেছিল, তারা এভাবেই দেশকে বহির্বিশ্বে পরিচিত করিয়ে সাহায্য নিয়ে আসত; লুটপাট করত। এদেশের মানুষ দু'বেলা খেতে পাক, স্বাস্থ্যসেবা পাক, ছেলেমেয়েরা লেখাপড়ার সুযোগ পাক-এসব বিষয় নিয়ে তাদের কোন মাথা-ব্যথা ছিল না।

কিন্তু বিগত কয়েক বছরে সেই চিরচেনা দারিদ্র্য-ক্লিষ্ট বাংলাদেশ বদলে গেছে। আজকে যে বাংলাদেশে আমরা বাস করছি, এটা কিন্তু বদলে যাওয়া বাংলাদেশ। এ বাংলাদেশ আত্মপ্রত্যয়ী বাংলাদেশ। এ বাংলাদেশের মানুষ এখন শুধু স্বপ্নই দেখে না, স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে জানে।

এটা কিন্তু এমনি এমনি হয়নি। আমরা স্বপ্ন দেখিয়েছি। স্বপ্ন বাস্তবায়নের পথ দেখিয়েছি। আপনারা সে স্বপ্ন বাস্তবায়ন করছেন।

১৯৭২ সালে ৬৮টি দেশে মাত্র ২৫টি পণ্য রপ্তানি হত। বর্তমানে বিশ্বের ১৯৬টি দেশে বাংলাদেশের ৭৪৪টি পণ্য রপ্তানি হচ্ছে। বিশ্বের প্রায় ১০০টি দেশে বাংলাদেশের ওষুধ রপ্তানি হয়।

১৯৭২ সালে ৪ হাজার ৯৮৫ কোটি টাকার অর্থনীতি নিয়ে আমাদের যাত্রা শুরু হয়েছিল। বাংলাদেশের অর্থনীতি এখন প্রায় ৮ লাখ কোটি টাকারও বেশি। ধারাবাহিকভাবে ৬ শতাংশের বেশি প্রবৃদ্ধি ধরে রেখে পুরো বিশ্বকে আমরা তাক লাগিয়ে দিয়েছি। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৭.১১%। মাথাপিছু আয় ১ হাজার ৪৬৬ মার্কিন ডলারে উন্নীত করে আমরা অর্জন করেছি নিম্নমধ্যম আয়ের দেশের সম্মান।

বাংলাদেশের অর্থনীতি এখন জিডিপির ভিত্তিতে বিশ্বে ৪৪তম। যা ২০১৪ সাল থেকে ১১ ধাপ উপরে এবং ক্রয় ক্ষমতার ভিত্তিতে ৩২তম। অর্থনীতি ও আর্থ-সামাজিক অধিকাংশ সূচকেই আমরা দক্ষিণ এশিয়ার এবং নিম্ন-আয়ের দেশগুলিকে ছাড়িয়ে গেছি।

প্রাইস ওয়াটার হাউস কুপার্স-এর রিপোর্ট অনুযায়ী বাংলাদেশ ২০৩০ সাল নাগাদ বিশ্বের ২৯তম ও ২০৫০ সাল নাগাদ ২৩তম অর্থনীতির দেশে উন্নীত হবে। বিশ্ব ব্যাংকের মতে অর্থনৈতিক ও সামাজিক সূচকে একইসঙ্গে উন্নয়ন ঘটানোর ক্ষেত্রে বাংলাদেশ রীতিমত বিস্ময়।

বাংলাদেশ শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে বিপুল জনগোষ্ঠির খাদ্য নিরাপত্তা ও সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছে। খাদ্য ঘাটতির দেশ থেকে আমরা খাদ্য রপ্তানিকারক দেশে পরিণত হয়েছি। এ সবকিছু সম্ভব হয়েছে এদেশের মানুষের কঠোর পরিশ্রম আর সরকারের জন-বান্ধব নীতি কৌশলের কারণে।

সুধী,

২০০৯ সালে যখন সরকার পরিচালনার দায়িত্ব নেই, তখন বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দা চলছে। সেই মন্দা এখনও পুরোপুরি কাটেনি। অনেক দেশ বিশ্বমন্দার অভিঘাত কাটিয়ে উঠতে পারেনি। কিন্তু আমরা সকল চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে দেশকে একটি শক্ত ভিতের উপর দাঁড় করাতে সক্ষম হয়েছি।

আমাদের রপ্তানি পণ্য বাজার অনেক বিস্তৃত হয়েছে। ২০০৫-০৬ অর্থবছরে রপ্তানির পরিমাণ ছিল মাত্র ১০.৫ বিলিয়ন ডলার। ২০১৫-২০১৬ সালে বাংলাদেশ আয় করেছে ৩৪.২৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।

২০২১ সালে ৬০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার রপ্তানির লক্ষ্য নিয়ে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। রপ্তানির এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে আমরা জাতীয় রপ্তানি নীতি ঘোষণা করেছি। রপ্তানিতে উৎসাহদানের জন্য বিভিন্ন প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করা হয়েছে।

কয়েকটি পণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধিতে ২% থেকে ২০% পর্যন্ত নগদ সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। তৈরি পোশাক, প্লাস্টিক খাতের রপ্তানি প্রবৃদ্ধি অর্জনের ২ বিলিয়ন ডলারের রপ্তানি উন্নয়ন তহবিল গঠন করা হয়েছে।

রপ্তানিকারকদের অনুপ্রাণিত করার লক্ষ্যে নিয়মিত জাতীয় রপ্তানি ট্রফি বিতরণ করা হচ্ছে। চীন সরকারের সহায়তায় পূর্বাচলে নির্মাণ করা হচ্ছে বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী আন্তর্জাতিক কনভেনশন সেন্টার। আশা করছি, ২০১৯ সালের ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা এই কনভেনশন সেন্টারে আয়োজন করা সম্ভব হবে।

সুধী,

ব্যবসা-বাণিজ্য ও রপ্তানি কার্যক্রম সহজ করার লক্ষ্যে সরকার বহুমুখী উদ্যোগ বাস্তবায়ন করছে। জয়েন্ট স্টক কোম্পানি ও ফার্মসমূহের রেজিস্টারের কার্যালয়ে অনলাইনে কোম্পানি নিবন্ধন কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো জিএসপি সার্টিফিকেট ইস্যু কার্যক্রম ডিজিটাল পদ্ধতিতে করছে।

আমদানি-রপ্তানি নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ে SMART Office Management চালু করা হয়েছে। ২-দিনের মধ্যে আমদানি সনদপত্র ইস্যু করা হচ্ছে এবং সেবাপ্রাপ্তির সকল পর্যায়ে SMS-এর মাধ্যমে সেবাগ্রহীতাকে জানানো হচ্ছে।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে গতি সঞ্চারের জন্য সম্প্রতি আমরা বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার Trade Facilitation Agreement-TFA অনুসমর্থন করেছি। বিশ্ব ব্যাংকের Cost of Doing Business Index, বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামের Global Competitive Index, Global Innovation Index ইত্যাদিতে বাংলাদেশের অবস্থানকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সরকার কাজ করে যাচ্ছে।

সুধিমন্ডলী,

বহির্বাণিজ্যের পাশাপাশি অভ্যন্তরীণ সরবরাহ ঠিক রেখে দ্রব্যমূল্য ভোক্তাদের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে রাখার জন্য সরকার নিরলভাবে কাজ করছে। এ লক্ষ্যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের দ্রব্যমূল্য মনিটরিং সেল ও জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

পাশাপাশি জনগণের নিরাপদ খাদ্যপ্রাপ্তি নিশ্চিত করার জন্য নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়।

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা WTO-এর বাণিজ্য উদারীকরণের ফলে আমদানি শুল্ক হ্রাস পাচ্ছে। এরফলে বাংলাদেশের মত স্বল্পোন্নত দেশসমূহের জন্য প্রবর্তিত অগ্রাধিকারমূলক বাজার প্রবেশাধিকার স্কিমের আওতায় প্রাপ্ত সুবিধা দিন দিন সঙ্কুচিত হচ্ছে।

ইতোমধ্যে আমরা নিম্নমধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হয়েছি। ২০২১ সাল নাগাদ আমরা মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হওয়ার লক্ষ্যে এগিয়ে যাচ্ছি। এতে করে স্বল্পোন্নত দেশসমূহের জন্য প্রবর্তিত অগ্রাধিকামূলক বাজার প্রবেশাধিকারের সুবিধা আমরা পাব না। আমাদের শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোকে সে সময়ের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সক্ষমতা অর্জন করতে হবে। উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির পাশাপাশি পণ্যের মানোন্নয়ন, পণ্যের ব্রান্ডিং ও আকর্ষণীয় করার দিকে দৃষ্টি দিতে হবে।

প্রিয় সুধী,

রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে আমরা ১০০টি অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা করছি। অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলোতে বিনিয়োগের জন্য বিনিয়োগকারীদের ব্যাপক আগ্রহ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। সম্প্রতি চীনের প্রেসিডেন্টের ঢাকা সফরকালে ১৩.৬ বিলিয়ন ডলারের বিনিয়োগ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।

সমুদ্র জয়ের ফলে গভীর সমুদ্র এলাকার বিশাল অংশ বাংলাদেশের জলসীমায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। সমুদ্রভিত্তিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মকান্ড বাংলাদেশের সামনে খুলে দিতে পারে উন্নয়নের নতুন দিগন্ত। বিভিন্ন দেশ আমাদের ব্লু ইকোনমি বা সমুদ্র অর্থনীতিতে বিনিয়োগে গভীর আগ্রহ প্রকাশ করছে।

সরকারের অব্যাহত সহায়তা, শিল্প মালিকদের উদ্যোগ, কমপ্লায়েন্স শর্তপালনের তৎপরতা, লাখ লাখ নারী শ্রমিকের অক্লান্ত পরিশ্রমের কারণে বাংলাদেশের পোশাকশিল্প এখন বিশ্ববাজারে সমাদৃত। বর্তমানে রপ্তানির প্রায় ৮২% আসে এ খাত থেকে।

কিন্তু শুধু পোশাকশিল্পের মধ্যে রপ্তানি আয়কে সীমাবদ্ধ না রেখে রপ্তানি পণ্যেও রপ্তানির বাজার বহুমুখী করার উপর আমরা গুরুত্বারোপ করেছি। আমরা ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় তা আরও কার্যকর করার পন্থা অবলম্বন করেছি।

বিগত সাড়ে চার দশকে চামড়া খাতে রপ্তানি প্রায় ৭১ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। গত অর্থবছরে এ খাতে ১,১৬০.৯৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার রপ্তানি আয় হয়েছে। প্রথম সারির বৈশ্বিক ব্রান্ডসগুলোর চামড়াজাত পণ্য এখন বাংলাদেশেই প্রস্তুত হয়। এ পণ্যে প্রায় ৮৫% পর্যন্ত মূল্য-সংযোজন সম্ভব হয়েছে।

উদীয়মান চামড়া শিল্পখাতের অন্তর্নিহিত সকল সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর উদ্দেশে আমি আগামী ২০১৭ সালের জন্য **চামড়া ও পাদুকাসহ চামড়াজাত পণ্যকে জাতীয়ভাবে বার্ষিক পণ্য বা Product of the year** হিসেবে ঘোষণা করছি।

বার্ষিক পণ্য ঘোষণার প্রেক্ষিতে এ পণ্যকে সবধরণের সহযোগিতা ও প্রণোদনা প্রদানের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকলকে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিচ্ছি।

আমাদের একটাই লক্ষ্য হচ্ছে বাংলাদেশকে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। ২০২১ সালের মধ্যে আমরা মধ্যম আয়ের এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে বিশ্ব মানচিত্রে জায়গা করে নিতে চাই। এ স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে আসুন আমরা সবাই একযোগে কাজ করি।

আপনাদের সবার মঙ্গল কামনা করে আমি ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা-২০১৭ -এর শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

...